দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

নারী শিক্ষাই বাল্যবিয়ে বন্ধের চাবিকাঠি

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিশ্বের বাল্যবিয়ে প্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। নারী শিক্ষাই হতে পারে বাল্যবিয়ে বন্ধের অন্যতম চাবিকাঠি। বাল্যবিয়ের শিকার যেসব মেয়ে, তাদের মধ্যে ৭৮ ভাগেরই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর যৌথভাবে একটি গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে এ গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। 'বাল্যবিবাহ এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাটি করা হয়। দেশে বাল্যবিয়ে রোধের লক্ষ্যে এর কারণ, পরিস্থিতিগুলো গবেষণায় বিবেচিত হয়। দেশের ১৪টি জেলায় এ গবেষণাটি করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউএনএফপির যৌথ গবেষণা, মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ এবং ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইরোই কাতে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান এবং প্রকল্প পরিচালক ড. মো: আমিনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র শিক্ষাই শিশুদের অল্প বয়সে বিয়ে থেকে রক্ষা করতে পারে। একজন শিশু যত উচ্চশিক্ষা স্তরের দিকে অগ্রসর হবে তার বাল্যবিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও তত কমে যাবে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের মেয়ে শিশুরা নানা ধরনের সমস্যায় ভোগেন। তার মধ্যে ইভটিজিং অন্যতম। পিতামাতারাও শিক্ষিত না হওয়ার কারণে বিষয়গুলো নিয়ে তাদের করণীয় কি তা নির্ধারণ করতে পারেন না। একপর্যায়ে দেখা যায় যে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়।

গবেষণার প্রতিবেদন তুলে ধরে মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, দেশের বিবাহিত নারীদের ৬৭ শতাংশই ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এর অন্যতম কারণ নারী শিক্ষার অভাব। এ গবেষণায় দেখা গেছে, বাল্যবিয়ের শিকার যেসব মেয়ে, তাদের মধ্যে ৭৮ ভাগেরই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যেসব মেয়ে যেতে পারছেন তাদের বাল্যবিয়ের হার শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ। তাই বাল্যবিয়ে রোধে মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জন্ম এবং বিয়ে নিবন্ধন কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টির দেখভাল করতে পারেন।

অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে দিন দিন বাল্যবিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য একটা আশঙ্কার কথা। সবার জন্য উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। তরুণ থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষকে তিনি বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

ইরোই কাতে বলেন, বাল্যবিয়ে বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সমস্যা। এটা পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক খারাপ প্রভাব ফেলে। এগুলো রোধে এদেশে ইউএনএফপিএ কাজ করে যাচ্ছে। বাল্যবিয়ে শুধু প্রশমন নয়, পুরোপুরি বন্ধ করাই লক্ষ্য বলে জানান তিনি।